জনপ্রতিনিধিদের নৈতিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার প্রশ্ন

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খানের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদের বেতন ও ঈদুল আজহার উৎসব ভাতা বন্ধ করার সিদ্ধান্তটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কমিটি ও অধ্যক্ষ এমপিও বিধিমালা অনুযায়ী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতির জন্য একটি বড় ধরনের বার্তা।

খবরে প্রকাশ, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি খাতা- কলমে শিক্ষক পদে বহাল থাকলেও মাদ্রাসায় নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন না। এমনকি তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কারও মাধ্যমে বেতন শিটে স্বাক্ষর করিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা এমপিওভুক্ত তহবিল থেকে সুবিধা গ্রহণের মতো অনৈতিক অভিযোগও উঠেছে। একজন শিক্ষক যখন দেশের আইনপ্রণেতা বা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর কাঁধে জাতীয় ও আঞ্চলিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকা তাঁর মূল ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। এমন এক মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও একটি স্থানীয় মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদের ক্ষুদ্র সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতা চরম নৈতিক স্খলনের শামিল।

সংসদ সদস্য হিসেবে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে প্রটোকল, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বহুবিধ আকর্ষণীয় সুবিধা পেয়ে থাকেন, যা একজন সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এরপরেও নিয়মবহির্ভূতভাবে মাদ্রাসার চাকরি টিকিয়ে রাখা এবং বিনা ছুটিতে বা ছদ্ম-উপস্থিতির মাধ্যমে সুবিধা নেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি কেবল ওই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারকেই ক্ষুণ্ন করেনি, বরং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

দেরিতে হলেও মাদ্রাসার গভর্নিং কমিটি ও অধ্যক্ষ বিধি মোতাবেক এমপি মহোদয়ের বেতন-ভাতা বন্ধের যে সাহসী ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও অনুকরণীয়

দৃষ্টান্ত হতে পারে। আইন সবার জন্য সমান—এই বাক্যটি যে শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবেও প্রয়োগ করা সম্ভব, মানিকনগর মাদ্রাসার এই পদক্ষেপ তা প্রমাণ করে। ক্ষমতার দাপটে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানোর যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে জেঁকে বসেছে, তা ভাঙার জন্য এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর যে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখান থেকে দ্রুত ও আইনানুগ নির্দেশনা আসবে। একই সাথে, মাননীয় সংসদ সদস্যও নিজের ভুল অনুধাবন করে নৈতিক অবস্থান থেকে মাদ্রাসার চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি নেবেন এবং নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করবেন। জনপ্রতিনিধিদের আচরণ ও সততা হওয়া উচিত প্রশ্নাতীত, কারণ তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকে পুরো সমাজ ও আগামী প্রজন্ম।

নেতৃত্বের নৈতিকতা: পদের মোহ বনাম দায়বদ্ধতার সংকট

রাজনীতি কেবল একটি শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি জাতির সামষ্টিক চরিত্র এবং নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ। বর্তমানে আমরা যে নেতৃত্ব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি, তার মূলে রয়েছে পদের মোহ এবং দায়বদ্ধতার ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ। নেতৃত্ব যখন ত্যাগের মহিমা হারিয়ে কেবল ক্ষমতার অলঙ্কার হয়ে ওঠে, তখন রাজনীতির মূল সুরটিই মৃতপ্রায় হয়ে যায়। পদের জন্য হাহাকার করা ব্যক্তি সাময়িক ক্ষমতার স্বাদ পেতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তিনি কখনো ধ্রুবতারা হতে পারেন না। প্রকৃত নেতৃত্বকে খুঁজে নেয় খোদ জনগণই, আর তার ভিত্তি রচিত হয় অটল নৈতিকতার ওপর।

নেতৃত্ব ও জনগণের দর্পণ:

একটি সমাজ বা জাতির নৈতিক মানদণ্ড কেমন, তা সরাসরি ফুটে ওঠে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির চরিত্রে। কারণ, জনপ্রতিনিধি মূলত জনগণেরই আয়না। আয়না যেমন মানুষের আসল চেহারাটি নিভৃতে ও

নির্মোহভাবে প্রদর্শন করে, একজন জনপ্রতিনিধিও তেমনি সমাজের সামষ্টিক রুচি, শিক্ষা এবং বিবেকেরই প্রতিফলন ঘটান। তাই দায় কেবল নেতার নয়, বরং সেই জনগণেরও যারা তাকে বেছে নিয়েছে। নির্বাচনের দিন জনগণ যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা কেবল একটি ব্যালট পেপার নয়, বরং একটি জাতির আগামী দিনের ভাগ্যলিপি। জনগণের আজকের একটি ক্ষুদ্র ভুল সিদ্ধান্ত বা সাময়িক আবেগের বশবর্তী হওয়া আগামী প্রজন্মের জন্য এক দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক খেসারত হয়ে দাঁড়াবে। অযোগ্য নেতৃত্ব কেবল বর্তমানকে কলুষিত করে না, বরং অনাগত ভবিষ্যতের পথকেও রুদ্ধ করে দেয়।

নৈতিকতার মানদণ্ড ও চারিত্রিক দৃঢ়তা:

একজন রাজনৈতিক কর্মীর সবচেয়ে বড় এবং অবিনশ্বর সম্পদ হলো তার ব্যক্তিগত চরিত্র। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা চটকদার স্লোগান দিয়ে সাময়িকভাবে মানুষের মন জয় করা সম্ভব, কিন্তু ইতিহাসে ঠাঁই পেতে হলে প্রয়োজন প্রশ্নাতীত সত্যনিষ্ঠা। যার ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিকতার বালাই নেই, তিনি সমাজকে নীতি শেখানোর নৈতিক অধিকার রাখেন না। অথচ বর্তমান রাজনীতির এক বড় ট্র্যাজেডি হলো চাটুকারিতার সর্বগ্রাসী প্রভাব। একজন প্রজ্ঞাবান ও নীতিবান নেতা সবসময় চাটুকারদের এড়িয়ে চলেন এবং সত্যবাদীদের মর্যাদা দেন। বিপরীতে, পদের মোহে অন্ধ নেতা কেবল নিজের স্তুতি শুনতে পছন্দ করেন, যা তাকে ক্রমে এক জনবিচ্ছিন্ন অন্ধকার দ্বীপে নির্বাসিত করে ফেলে।

দায়বদ্ধতা: পদের মোহ বনাম আমানত:

নেতৃত্বের অপর নাম হলো দায়বদ্ধতা। এটি কেবল মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়া নয়, বরং নিজের বিবেকের কাঠগড়ায় এবং জনগণের প্রতিটি যৌক্তিক প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার মানসিকতা। ক্ষমতা কোনো জন্মগত অধিকার বা ভোগের সামগ্রী নয়; ক্ষমতা হলো জনগণের দেওয়া এক পবিত্র ‘আমানত’। যখনই ক্ষমতা ভোগবিলাসের হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখনই সেই আমানতের খেয়ানত শুরু হয়। পদের মোহ যখন দায়বদ্ধতাকে গ্রাস করে ফেলে, তখনই একটি জাতি নেতৃত্বের দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

বৌদ্ধিক বিপ্লবের আহ্বান:

আমাদের এই ক্রান্তিকালে প্রয়োজন কেবল একজন স্লোগান দেওয়া কর্মী নয়, বরং প্রশ্ন করতে জানা একজন সচেতন নাগরিক। আমাদের অন্ধ

অনুসারী হওয়ার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী ও প্রাজ্ঞ হতে হবে। নেতার পদবি বা বাহ্যিক আভিজাত্য নয়, বরং তার নীতি, আদর্শ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখেই তাকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের এই ‘বৌদ্ধিক বিপ্লবের’ মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—পদের চেয়ে আদর্শ বড়, আর ব্যক্তির চেয়ে জাতীয় স্বার্থ মহীয়ান। পরিবর্তনটি শুরু হতে হবে আমাদের নিজেদের ঘর থেকে, আমাদের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কারণ আমরা যেমন আয়না (প্রতিনিধি) নির্বাচন করব, আমাদের জাতীয় প্রতিচ্ছবি ঠিক তেমনই ফুটে উঠবে।